

২। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন চাষ পদ্ধতি

পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীপোকা কচি ফলের গায়ে, কাঁঠাল জন্মানো উপযোগি কচি শাখার ডগায় এবং ফুলের কঁড়িতে ডিম পাড়ে। এসময় ডিম থেকে সাদ্য বের হওয়া কীড়ার কিছু সংখ্যক সুস্থ ফলকে আক্রমণ করে এবং কিছু সংখ্যক আক্রমণ শেষে বাড়ন্ত ফলের আশে-পাশের শুকনো কঁড়ি, পুষ্পাবরন, পাতা ও পুরুষ ফুলের শুকনো অবশিষ্টাংশ ইত্যাদিতে লুকিয়ে থাকে। এ সকল আবর্জনা পরিস্কার করে ফেললে পোকার আক্রমণ শতকরা ৯০ ভাগ কমানো যায় (চিত্র-৬)। এ ছাড়া ফল একবার আক্রান্ত হয়ে গেলে তা সনাক্ত করে একটি সরু কাঠির সাহায্যে খুঁচিয়ে কীড়া বের করে মেরে ফেলা। আক্রান্ত অংশ ভালভাবে পরিস্কার করে দিলে ঐ অংশ সুস্থ হয়ে উঠে। এপদ্ধতিও পরিবেশ বান্ধব ও অনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী।



চিত্র-৬ (ক): আক্রান্ত ফল খুঁজে পরিস্কার ও কীড়া মেরে ফেলা



চিত্র-৬ (খ): পোকাকীড়া ও পরিস্কার করা ফল কাঠি দিয়ে আলাদা করা

৩। নিম তেল স্বেদন দমন

সাধারণতঃ জানুয়ারী মাসে কাঁঠাল গাছে ফুল আসার সাথে সাথে এ পোকা ডিম পারে। এসময় কাঁঠালের মুচি বের হওয়ার পূর্বে একবার, ৫০ ভাগ ফুল ফোটার পর বা ২০ দিন অন্তর আর একবার এবং ১০০ ভাগ ফুল ফোটার পর বা ৪০ দিন অন্তর আরও একবার মোট তিনবার ১০মিলি

নিম তেল + ৫মিলি মিনি স্যাম্পু ১লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে কাঁঠাল গাছের ফলে স্বেদন করলে এ পোকা দমন করা সম্ভব (চিত্র-৭ ক)।



চিত্র-৭ ক : নিম তেল স্বেদন



চিত্র-৭ খ : কীটনাশক স্বেদন

৪। কীটনাশক স্বেদন

সাধারণতঃ কাঁঠালে কীটনাশকের ব্যবহার হয়না। কারণ কীটনাশকের ব্যবহার পরাগায়ণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং যা পরিবেশ বান্ধব নয়। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ কীটনাশক ব্যবহার করতে চান তবে সর্বজন ৪২৫ইসি ২মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে কাঁঠালের মুচি বের হওয়ার পূর্বে একবার, ৫০ ভাগ ফুল ফোটার পর বা ২০ দিন অন্তর একবার এবং ১০০ ভাগ ফুল ফোটার পর বা ৪০ দিন অন্তর আরও একবার মোট তিনবার স্বেদন করলে ৮০-৯০ ভাগ পর্যন্ত এ পোকা দমন করা সম্ভব (চিত্র-৭ খ)।



প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইং

প্রথম সংস্করণ : ৫০০ কপি

মুদ্রণে :

সুবর্ণ প্রিন্টিং প্রেস, গাজীপুর।

ফোন: ০১৯১১৪৯০৭৮৮

যোগাযোগের ঠিকানা

কীটতত্ত্ব শাখা

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর

মোবা : ০১৭১৬ ৪০৩৬৯২; ০১৯২৫ ৫০৭৪০৭

কাঁঠালের ফল ছিদ্রকারী মাজরা পোকা ও তার দমন ব্যবস্থাপনা



রচনায়

ড. এ. কে. এম. খোরশেদুল্লাহ

সম্পাদনায়

ড. মোঃ আব্দুল জলিল ভূঞা

প্রকাশনায়

কীটতত্ত্ব শাখা

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর

অর্থায়নে

এনএটিপি ফেজ-১ বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা



পোকাকার নামঃ

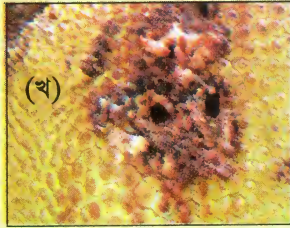
কাঁঠালের ফলছিদ্রকারী মাজরা পোকা

পোকা কিভাবে ক্ষতি করে

সাধারণতঃ এ পোকাকার কীড়া বাড়ন্ত কচি ও পরিপক্ক ফলে আক্রমণ করে (চিত্র-১ ক ও খ)। কখনও কখনও আক্রান্ত গর্ত দিয়ে বৃষ্টির পানি ফলের মধ্যে প্রবেশ করে পরিপক্ক ফলকে পঁচিয়ে ফেলে। ফলে আক্রান্ত অংশ খাওয়ার অনুপযোগি হয়ে পড়ে এবং ফলের বাজার মূল্য কমিয়ে যাওয়ায় কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



চিত্র-১ (ক): আক্রান্ত বাড়ন্ত কচি ফল



চিত্র-১ (খ): আক্রান্ত পরিপক্ক ফল

পোকা ফলের কোথায় আক্রমণ করে

এ পোকা ফলের যে কোন স্থানে আক্রমণ করতে পারে। তবে বিশেষ করে ফলের বোঁটার গোড়ায় কিংবা দু'টি ফলের সংযোগ স্থানে আক্রমণের প্রকোপ বেশী দেখা যায় (চিত্র-২ ক, খ ও গ)।



চিত্র-২ (ক): বোঁটার গোড়ায় আক্রমণ



চিত্র-২(খ): ফলের সংযোগ স্থানে



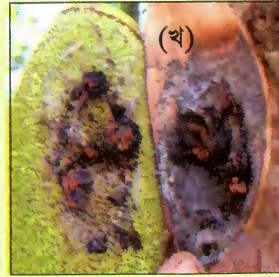
চিত্র-২(গ): ফলের গায়ে আক্রমণ

পোকা গাছের কোথায় খুঁজবেন

আক্রান্ত অংশে পোকাকার পায়খানার দ্বারা খুব সহজে এ পোকা চেনা যায়। আক্রান্ত অংশের গর্তে, কিংবা তার আশে-পাশের পুষ্পাবরন বা শুকনো পাতার নিচে এদের লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে যখন গাছে ফল থাকেনা তখন কাঁঠাল গাছের সমগোত্রীয় অন্যান্য গাছে এরা লুকিয়ে থাকে। (চিত্র-৩ ক ও খ)।



চিত্র-৩ (ক): ফলের বোঁটার শুকনো পাতার নিচে



চিত্র-৩ (খ): পুষ্পাবরনের নিচে কীড়া

পোকা কিভাবে চিনবেন

সচরাচর দিনের বেলায় এ পোকাকার মথ কখনই দেখা যায়না। পূর্ববয়স্ক কাঁঠালের ফল ছিদ্রকারী মাজরা পোকা লেপিডোপটেরা অর্ডারের অন্তর্গত একটি মথ জাতীয় পোকা (চিত্র-৪ ক) যা লম্বায় ১৫-২০মিমি এবং পাখা ছড়ানো অবস্থায় ২৬-৩৪মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ মথের গায়ের রং হালকা বাদামী ও পাখা ধূসর বর্ণের। পাখার কিনারে কালো রংয়ের দাগ আছে। সাধারণতঃ স্ত্রীমথ পুরুষমথের চেয়ে আকারে বড় হয়ে থাকে। কীড়া দেখতে ধূসর বর্ণের যা ফলের আক্রান্ত অংশে পাওয়া যায় ও ক্ষতি করে (চিত্র-৪ঃখ)।



চিত্র-৪ (ক): ফলছিদ্রকারী পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা চিত্র-৪ (খ): ফলছিদ্রকারী মাজরা পোকাকার কীড়া

কিভাবে পোকা দমন করা যায়

১। ব্যাগিং পদ্ধতি

পরাগায়ন শেষ হয়েছে এমন ফলে পাতলা পুরাতন কিংবা নতুন যে কোন পাতলা কাপড় দ্বারা আবৃত (ব্যাগিং) (চিত্র-৫) করে রাখলে এ পোকা আর ফলের গায়ে ডিম দিতে পারেনা এবং ফল আক্রান্ত হয়না। তবে মনে রাখতে হবে পরাগায়নের পূর্বে কোন ফলে ব্যাগিং করা যাবেনা এবং একমাস পর তা খুলে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সব ফলকে একই সময় ব্যাগিং করতে হবে এমন নয়। যখন যে ফলের পরাগায়ন শেষ হবে তখন সেই ফলকে ব্যাগিং করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব ও অনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী।



চিত্র-৫ (ক): বাড়ন্ত ফলে ব্যাগিং করা



চিত্র-৫ (খ): ব্যাগিং করা পরিপক্ক ফল